

সূরা আল মুজাদেলা-৫৮

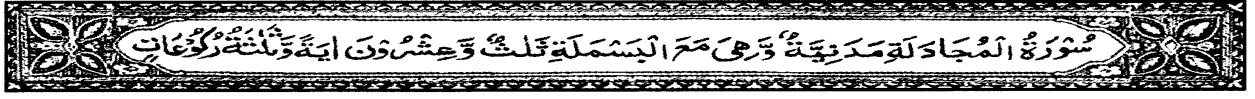
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

কুরআনের মাদানী সূরার শেষ সপ্ত-সূরার মধ্যে এটি দ্বিতীয় সূরা। এতে 'যিহার' প্রথার কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। নিজের স্ত্রীকে 'মা' ডেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রথাকে 'যিহার' বলে। সূরা আহযাবেও এই 'যিহার' সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা আছে। এতে বুঝা যায়, সূরা আহযাবের পূর্বে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা আহযাব অবতীর্ণ হয়েছিল ৫ম ও ৭ম হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে। অতএব এই সূরা তার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল, খুব সম্ভবত তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে। এর পূর্ববর্তী সূরা 'হাদীদে' আহলে কিতাবকে শক্তভাবে বলা হয়েছিল, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য বলে তারা যে ধারণা রাখে তা ঠিক নয়। বরং তারা যেহেতু বারবার আল্লাহর রসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বিরোধিতাসহ অত্যাচার করছে, সেহেতু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এখন থেকে চিরদের জন্য 'বনী ইসমাঈল' বংশে চলে যাবে। বর্তমান সূরাতে মুসলিম উম্মতকে সাবধান করা হচ্ছে যে তাদের পার্শ্ববর্তী বহিঃশত্রু ও অভ্যন্তরীণ শত্রু উভয়ের চক্ষুশূল হবে। অতএব তারা যেন শত্রুদের অসদুদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাবধান থাকে। কুরআনের একটি অপরিবর্তনীয় নীতি হলো, যখনই শত্রুর ষড়যন্ত্রের বিষয় আলোচনায় আসে তখনই কতগুলো সামাজিক কদাচারের কথাও আলোচনায় এসে যায়। এই পদ্ধতিটি সূরা নূর, সূরা আহযাব ও বর্তমান সূরাতে অনুসৃত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

সূরাটি আরম্ভ হয়েছে 'যিহার' প্রথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। খাওলা নাম্নী এক মুসলিম মহিলার ঘটনা উল্লেখ পূর্বক একটি আইন জারী করা হলো যে যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে 'মা' বলে সম্বোধন করে তাহলে এই ঘৃণ্য নৈতিক অপরাধের অনুশোচনা স্বরূপ তাকে তার কৃতদাসদের মধ্য থেকে একজনকে মুক্তি দান করতে হবে, অথবা দুমাস ধরে রোযা রাখতে হবে, আর যদি তাও না পারে তাহলে ষাট জন দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে। অতঃপর সূরাতে ইসলামের ভিতরকার শত্রুদের নষ্টামী ও ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখপূর্বক গোপন-আড্ডা গঠন এবং গোপন সভা আহ্বান ইত্যাদি নাশকতামূলক কাজ-কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। অতঃপর যুক্তিসঙ্গতভাবেই সামাজিক সম্মেলনের ও সভাসমিতির ব্যাপারে কতগুলো নিয়ম-কানুন বেঁধে দেয়া হয়েছে। শেষ দিকে এই সূরা ইসলামের শত্রুদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলছে যে ইসলামের বিরোধিতা করে তারা কেবল আল্লাহ তাআলার ক্রোধ-ভাজনই হবে, ইসলামের প্রগতি ও উন্নতিতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। অবিশ্বাসীদের প্রতি হুশিয়ারীর সাথে সাথে মু'মিনদেরকেও সমভাবে সাবধান করা হয়েছে, তারা যেন তাদের ধর্মের শত্রুদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলেও কোন অবস্থাতেই বন্ধুত্ব না করে। ইসলামের বিরোধিতা ও শত্রুতা করে তারা তো প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহর সাথে যুদ্ধরত শত্রুর প্রতি বন্ধুত্ব সত্যিকার ঈমানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।



সূরা আল্ মুজাদেলা-৫৮

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৩ আয়াত এবং ৩ রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আল্লাহ্ নিশ্চয় তার কথা শুনেছেন, যে তার স্বামী সম্বন্ধে তোমার সাথে বিতর্ক করতো এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছিল। আর আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন^{৩০০১}। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (৩) সর্বদ্রষ্টা।

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ②

৩। তোমাদের মাঝে যারা নিজেদের স্ত্রীদের ‘মা’ বলে বসে (তাদের এরূপ বলাতে) তারা এদের মা হয়ে যায় না। এদের মা তো তারাই যারা এদের জন্ম দিয়েছে। আর নিশ্চয় এরা এক মারাত্মক অপছন্দনীয় ও মিথ্যা কথা বলে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মার্জনাকারী (৩) অতি ক্ষমাশীল।

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ ③

৪। আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের ‘মা’ বলে বসে, এরপর তারা যা বলেছে তা থেকে (অনুতপ্ত হয়ে) ফিরে আসে^{৩০০২} সেক্ষেত্রে তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে (তাদের অবশ্যই) একটি কৃতদাস মুক্ত করতে হবে। তোমাদের এ বিষয়েরই উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسُوا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ④

৩০০১। সা’লাবার কন্যা এবং আউস বিন সামতের স্ত্রী খাওলা স্বামী কর্তৃক বিচ্ছিন্নতার বিরহে পতিত হন। কেননা তাঁর স্বামী তাঁকে ‘মা’ ডেকে এই বিপদে ফেলে। ‘তুমি আমার মায়ের পিঠ সদৃশ’ এই কথা উচ্চারণ করে স্বামী স্ত্রীকে পুরাতন আরব প্রথা অনুসারে একটা ঝুলন্ত অবস্থায় নিপতিত করতে পারতো। এই প্রথার নাম ছিল ‘যিহার’। আউস এই প্রথার সুযোগ নিয়ে খাওলাকে ঝুলন্ত রাখলে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীরূপে মেলামেশা থেকে বঞ্চিত রেখে অনিশ্চয়তার মধ্য ফেলে দিল। এই অবস্থায় হতভাগা স্ত্রী না বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করতে পারে, না দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে, না বর্তমান স্বামীর উপর স্ত্রী হিসাবে কোন দাবী খাটাতে পারে। খাওলা অনিশ্চিত ঝুলন্ত অবস্থায় পতিত হলেন। তিনি মহানবী (সাঃ) এর কাছে এসে তাঁর দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং তাঁর (সাঃ) পরামর্শ ও সাহায্য চাইলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখালেন বটে, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কিছু করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। কেননা এই ধরনের বিষয়াদির ব্যাপারে ওহী-ইহলামের মাধ্যমে অবগত না হয়ে তিনি সাধারণত কোনও সিদ্ধান্ত দিতেন না। অবশ্য আল্লাহ্র তরফ থেকে ওহী এল এবং ‘যিহার’ প্রথা বেআইনী বলে ঘোষিত হলো।

৩০০২। “সুম্মা ইয়ায়ুদূনা লেমা কালু” এই আরবী বাক্য দু’ রকমের অর্থ বুঝাতে পারেঃ-

(ক) তারা যা বলেছে তা থেকে ফিরে আসে অর্থাৎ তারা স্ত্রীকে ‘মা’ ডেকে তাদের সঙ্গে আবার সহবাস করতে চায়, (খ) তারা তাদের ঐ কথা নিষেধাজ্ঞা আসার পরও পুনর্বীর বলে। এই ঘৃণ্য কথা পুনরায় উচ্চারণ করাকে অপরাধ গণ্য করা হবে এবং এই অপরাধের জন্য উচ্চারণকারীকে যে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে তা এই আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৫। কিন্তু যে (কৃতদাস মুক্ত করার) সামর্থ্য রাখে না তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে (অর্থাৎ স্বামীকে) এক নাগাড়ে দুমাস রোযা রাখতে হবে। আর যে (এরও) সামর্থ্য রাখে না তাকে ষাট জন অভাবীকে^{৩০০৭} খাওয়াতে হবে। এর কারণ হলো, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে প্রশান্তি* লাভ করতে পার। এ হলো আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা এবং অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৬। *আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে^{৩০০৮} নিশ্চয় তাদের সেভাবে ধ্বংস করা হবে যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করা হয়েছিল। আর অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে এক অতি লাঞ্ছনাজনক আযাব।

৭। যেদিন আল্লাহ সমষ্টিগতভাবে এদের পুনরুত্থিত করবেন (সেদিন) তিনি এদের কৃতকর্ম সম্পর্কে এদের অবহিত করবেন। আল্লাহ এ (কৃতকর্মের) হিসাব রেখেছেন। অথচ
[৭] ১ এরা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সাক্ষী।

৮। তুমি কি ভেবে দেখনি, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে আল্লাহ তা জানেন? তিনজনের এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না (যেখানে) তিনি তাদের চতুর্থজন না হন এবং পাঁচজন (পরামর্শকারী) হয় না (যেখানে) তিনি তাদের ষষ্ঠজন না হন। আর (পরামর্শকারীরা সংখ্যায়) এর চেয়ে কম বা বেশি হোক (আর তারা) যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে থাকেন। এরপর কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَآتَا^{٣٠٠٧} فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا^{٣٠٠٨} ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ^{٣٠٠٩}

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنْتُمْ وَكَانَتْ^{٣٠١٠} الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ^{٣٠١١} وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ^{٣٠١٢}

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا^{٣٠١٣} أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنُصُوهُ^{٣٠١٤} وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ^{٣٠١٥}

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{٣٠١٦}

দেখুন ৪ ক. ৯৯৬৩।

৩০০৩। এই আয়াতগুলোতে শাস্তির কঠোরতা দেখে বুঝতে পারা যায়, স্ত্রীকে 'মা' ডেকে ফেলা কত বড় গুরুতর অপরাধ। 'মা' এর সাথে সম্পর্ক এতই পবিত্র যে তাকে ছোট করে দেখার ন্যূনতম অবকাশও নেই।

★ ['আল ইমান' এর এ অর্থের জন্য দেখুন আল মুফরিদাতু ফী গারীবিল কুরআনি লিল ইমাম আর রাগিব আল্ ইম্পাহানী। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০০৪। স্ত্রীকে 'মা' ডাকা, আর আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা করা একই পর্যায়ের অপরাধ। সঙ্গত কারণেই আল্লাহর বিরোধিতাকারী ইহুদী ও মুনাফিকদের কথাও এই আয়াতে প্রসঙ্গত এসে গেছে।

৯। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? কিন্তু তাদের যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল তারা এরই পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। আর তারা পাপ, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতা করার^{৩০০} ব্যাপারে পরস্পর গোপন পরামর্শ করে। আর তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা তোমাকে^{*} এভাবে 'সালাম' করে যেভাবে আল্লাহ্ তোমার ওপর 'সালাম' পাঠানি^{৩০১}। আর তারা মনে মনে বলে, 'আমরা যা বলি এর জন্য আল্লাহ্ আমাদের কেন আযাব দেন না?' তাদের (শায়েস্তা করার) জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা এতে প্রবেশ করবে। আর (তা) কতই মন্দ ঠাই।*

১০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন পরস্পর গোপন পরামর্শ কর তখন এ পরামর্শ (যেন) পাপ, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে না হয়। তবে পুণ্য ও তাকওয়া সম্পর্কে পরামর্শ কর^{৩০২} এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর সন্নিধানে তোমাদের সমবেত করা হবে।

১১। (মন্দ উদ্দেশ্যে) গোপন পরামর্শ কেবল শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে যেন সে মু'মিনদের কণ্ঠে ফেলতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া সে তাদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব আল্লাহ্রই ওপর মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لَهَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَيَلْسَنُ الْمَصِيئُ ⑩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ⑩

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَرْبِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑩

দেখুন : ক. ৪৪৭।

৩০০৫। মদীনার ইহুদীরা এবং মুনাফিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে সব গোপন শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র করতো, এই আয়াতে সেগুলোর উল্লেখপূর্বক এইরূপ কার্যকলাপকে ঘৃণ্য ও জঘন্য বলে বর্ণন করা হয়েছে। বারবার চুক্তিভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন ষড়যন্ত্র দ্বারা অনিষ্ট সাধনের ও মহানবী (সাঃ) এর জীবন-নাশের অবিরাম প্রচেষ্টার অপরাধে, মুসলিমদের আত্মরক্ষার খাতিরে বাধ্য হয়ে তিনটি ইহুদী গোত্রকে মদীনা থেকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল।

৩০০৬। এই বাক্যটির তাৎপর্য হলো, তারা তোমাকে তোমার উপস্থিতিতে সীমা ছাড়িয়ে কপটভাবে প্রশংসা করে। অন্য অর্থ এও হয় যে তারা তোমাদের মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করে। বাক্যটি মদীনার কিছু সংখ্যক ইহুদীর দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারা মহানবী (সাঃ) এর সমীপে এসে বিদ্রূপাত্মক 'সালাম' দিত এবং 'আসসালামু আলায়কা' না বলে বরং জিহবা বাঁকিয়ে বলতো 'আস্সামু আলায়কা' যার অর্থঃ তোমার মৃত্যু হোক (বুখারী)।

★[এ আয়াতের প্রারম্ভে এক গোপন পরামর্শের উল্লেখ রয়েছে। গোপন পরামর্শের উদ্দেশ্য যদি অসৎ না হয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক না হয় তাহলে এরূপ গোপন পরামর্শ করা পাপ নয়। এদের পরিচয় দিতে গিয়ে আরো বলা হয়েছে, এরা যখন রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে আসে তখন বাহ্যিকভাবে সালাম করে বটে কিন্তু মনে মনে গালমন্দ করতে থাকে। এরপর এরা মনে মনে ভাবতে থাকে, এর ফলে আমাদের ওপর তো কোন আযাব অবতীর্ণ হয়নি। জাহান্নামে এদের নিশ্চয় প্রবেশ করানো হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০০৭। এই আয়াত এবং পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে গোপন সংস্থা ও গোপন বৈঠকের নিন্দা করা হয়েছে, তবে এই নিন্দাবাদ শর্ত সাপেক্ষ। সৎ উদ্দেশ্য ও মঙ্গল বিস্তারের জন্য মুসলমানদের গোপন সম্মেলনকে নিষেধ করা হয়নি।

১২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের যখন বলা হয়, 'মজলিসে (অন্যদের জন্য) জায়গা করে দাও' তখন জায়গা করে দিও। (তাহলে) আল্লাহ্ তোমাদের প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন বলা হয়, 'উঠে যাও' তখন তোমরা উঠে যেও। তোমাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ①

★ ১৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন রসূলের সাথে একান্তে পরামর্শ করতে চাও (তখন তোমরা) তোমাদের পরামর্শের পূর্বে দান সদকা করো^{১০০০}। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও অধিক পবিত্র। আর তোমরা যদি (সদকা দেয়ার জন্য কিছু) না পাও সেক্ষেত্রে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ②

★ ১৪। তোমাদের পরামর্শের পূর্বে তোমরা কি দান সদকা করতে ভয় পাও^{১০১০}? কিন্তু তোমরা (দান সদকা) করে না থাকলে এবং আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিলে তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের^২ আনুগত্য কর। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্^২ পুরোপুরি অবহিত।

ءَا شَفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَتْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ③

১৫। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা এমন লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে *যাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়েছেন? এরা তোমাদেরও নয় এবং তাদেরও নয়। আর এরা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে কসম খায়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ④

দেখুন : ক. ৬০ঃ১৪।

৩০০৮। পূর্ববর্তী আয়াতে সম্মেলনে মিলিত হবার বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাই এই আয়াতে সঙ্গতভাবেই সম্মেলনের নিয়মনীতি ও আদব-কায়দা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩০০৯। মু'মিনদের এটা বুঝা দরকার, মহানবী (সাঃ) এর প্রতিটি মুহূর্তই মহামূল্যবান। অতএব তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেকরই উচিত, তাঁর সময়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু অর্থ দান-খয়রাত করা। বাইবেলেও রসূলে পাক (সাঃ)কে 'পরামর্শদাতা' বলে অভিহিত করা হয়েছে (যিশাইয়-৯ঃ৬)।

৩০১০। মহানবী (সাঃ) এর কাছে পরামর্শ চাইবার জন্য যাওয়ার পূর্বে দান-খয়রাত করার আদেশটি ফরয নয়, বরং ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। তবে আদেশটি পালনের মধ্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে বলে এটা করাই বাঞ্ছনীয়। সাহাবীগণ (রাঃ) সকলেই আদেশটি পালন করতেন। তাঁরা সামর্থ্যানুযায়ী যথেষ্ট দান করার পরও আশঙ্কা করতেন যে তাঁরা আল্লাহর উপদেশমূলক এই আদেশটি হয়তো পুরোপুরি পালন করতে পারেনি।

১৬। এদের জন্য আল্লাহ কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। এরা যা করতো নিশ্চয় তা অতি মন্দ।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৭। এরা নিজেদের কসমকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে^{৩১১}। আর এরা (এর মাধ্যমে লোকদের) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে। অতএব এদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٧﴾

১৮। *এদের ধনসম্পদ ও এদের সন্তানসন্ততি আল্লাহর বিরুদ্ধে এদের কোন কাজে আসবে না। এরাই আগুনের অধিবাসী! এরা সেখানে দীর্ঘকাল থাকবে।

لَنْ تَغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَزْوَاجُهُمْ
اللَّهُ شَهِيدٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٨﴾

১৯। যেদিন আল্লাহ এদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন (সেদিন) এরা তাঁর^{৩১২} সামনেও সেভাবেই কসম খাবে যেভাবে এরা তোমাদের সামনে কসম খায় এবং এরা মনে করবে এরা কোন এক অবস্থানে (প্রতিষ্ঠিত) আছে। সাবধান! এরাই মিথ্যাবাদী।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا
يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا
إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٩﴾

২০। শয়তান এদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। অতএব সে আল্লাহকে স্মরণ করা থেকে এদের ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই শয়তানের দল। সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ
هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٠﴾

২১। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে *নিশ্চয় এরাই লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي
الْأَذَلِّينَ ﴿٢١﴾

২২। আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, *‘আমি ও আমার রসূলরা অবশ্যই বিজয়ী হব^{৩১৩}।’ নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিধর (ও) মহাপরাক্রমশালী।

كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَتْنَا أَنَا وَرُسُلُنَا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ ﴿٢٢﴾

দেখুন : ক. ৩ঃ১১; ৯ঃ১২; ১১ঃ৩ ক. ৯ঃ৬৩ গ. ৫ঃ৫৭; ৩ঃ১৭২-১৭৩।

৩০১১। মুনাফিকরা শপথ উচ্চারণ করে নিজেদের বিশ্বাসের অকৃত্রিমতা প্রকাশ করে এবং এই ব্যাপারে তারা মিথ্যা-শপথের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

৩০১২। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদিতায় অভ্যস্ত ও পারদর্শী হয়ে পড়ে তখন সে মিথ্যাকেই সত্য মনে করতে থাকে। মুনাফিকরা কিয়ামতের দিনেও শপথ করে আল্লাহর সম্মুখে তাদের বিশ্বস্ততা ও অপরাধহীনতার কথা ব্যক্ত করবে।

৩০১৩। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখিত রয়েছে যে মিথ্যার মোকাবিলায় সত্য সর্বদাই বিজয়ী হয়েছে।

২৩। *আল্লাহ ও পরকালে যারা ঈমান রাখে তুমি তাদেরকে আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি শত্রুতাপোষণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে (দেখতে) পাবে না^{৩১৪}। এমনকি তারা তাদের পিতৃপুরুষ, পুত্র, ভাই বা সমগোত্রীয় লোক হলেও (তারা এদের সাথে বন্ধুত্ব করে না)। তারাই সেসব (আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন) লোক যাদের হৃদয়ে আল্লাহ ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন। তিনি নিজ আদেশে তাদের সাহায্য করেন।* আর তিনি তাদেরকে এরূপ জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। *তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল। সাবধান! আল্লাহর দলই সফল হবে।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ
مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْمُغْلِبُونَ

৩

দেখুন : ক. ৩ঃ২৯; ৪ঃ১৪৫; ৯ঃ২৩ খ. ৫ঃ১২০; ৯ঃ১০০; ৯ঃ৯৯।

৩০১৪। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে সত্যিকার ভালবাসাপূর্ণ বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক হতে পারে না। উভয়েরই আদর্শ, নীতিমালা, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক বৈপরীত্য রয়েছে এবং প্রকৃত অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্য যে সব পারস্পরিক আকর্ষণ অত্যাৱশ্যক উভয়ের ক্ষেত্রে সেগুলোরও অভাব রয়েছে। তাই মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন কাফিরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন না করে। ঈমানের বাঁধন সকল বাঁধনের উর্ধ্বে, এমনকি রক্তের বাঁধনেরও উর্ধ্বে। আয়াতটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য এসব কাফিরদের ক্ষেত্রে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আছে।

★ [এ আয়াতে আইয়্যাদাহুম বি রুহিমমিনহু-এর 'হুম' সর্বনামটি সাহাবাগণের (রা:) দিকে ইঙ্গিত করে। এতে বলা হয়েছে, সাহাবাগণের (রা:) প্রতি রুহুল কুদুস অর্থাৎ পবিত্রাত্মা অবতীর্ণ হতো। এদিক থেকে হযরত ঈসা (আ:) এর প্রতি পবিত্র আত্মা অবতীর্ণ হতো বলে খৃষ্টানদের গর্ব করার কোন অবকাশ নেই। তিনি অর্থাৎ রুহুল কুদুস তো হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের প্রতিও অবতীর্ণ হতেন এবং তাঁদের সাহায্যও করতেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবো' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]